অন্তর্বর্তীকালীন ভিসির পদত্যাগের ১ দফা ঘোষণা কুয়েট শিক্ষক সমিতির

খুলনা অফিস

২১ মে, ২০২৫ ১৮:৫৯

শেয়ার

অ +

অ -

সাংবাদিকদের নিজেদের দাবির কথা জানাচ্ছেন কুয়েট শিক্ষক সমিতির মুখপাত্র।

খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুয়েট) অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য (ভিসি) অধ্যাপক ড. হযরত আলীর পদত্যাগের একদফা ঘোষণাসহ তার প্রতি অনাস্থা জানিয়েছেন কুয়েট শিক্ষক সমিতি। বুধবার (২১ মে) দুপুরে এক জরুরি সভা শেষে সাংবাদিকদের এ কথা জানান শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ড. মো. ফারুক হোসেন।

তিনি বলেন, ‘কুয়েটের অন্তর্বর্তীকালীন ভিসি দায়িত্ব পালনে অক্ষম। কুয়েটের যে গাড়িতে তিনি ঢাকায় গিয়েছেন সেই গাড়িটি তিনি ফেরত পাঠিয়েছেন।

রেজিস্ট্রারের কাছে লিখিত দিয়ে দায়িত্ব পালনে নিজের অপারগতার কথা জানিয়েছেন। সুতরাং এখন শিক্ষকদের একমাত্র দাবি তার পদত্যাগ। পাশাপাশি একজন যোগ্য ভিসি নিয়োগ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনা হোক।’

আরো পড়ুন

কুয়েটে অচলাবস্থা চলছেই, ভিসি হঠাৎ খুলনা ছাড়লেন

কুয়েটে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবিতে বৃহস্পতিবার (২২ মে) বেলা সাড়ে ১১টায় শিক্ষক সমিতির ব্যানারে ক্যাম্পাসে মানববন্ধন করা হবে বলেও জানান সমিতির সাধারণ সম্পাদক।

তিনি আরো বলেন, এখন শিক্ষক-শিক্ষার্থী সবার দাবি ক্লাস শুরু করার। কিন্তু এমন অবস্থায় অন্তর্বর্তীকালীন ভিসি কাউকে কিছু না জানিয়েই খুলনা ছেড়েছেন। প্রথম দিকে শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে তাকে সাত কর্মদিবসের মধ্যে সংকট সমাধানের দাবি জানানো হয়। এরপর পরপর দুই দিন ২৪ ঘণ্টা করে ৪৮ ঘণ্টার সময় দিয়ে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন শিক্ষকরা।

কিন্তু এর মধ্যেই গত সোমবার ভিসি কাউকে কিছু না জানিয়ে ক্যাম্পাস ত্যাগ করেন। এ জন্য তৃতীয় দিনের মতো শিক্ষকরা বুধবার (২১ মে) দুপুরে অবস্থান কর্মসূচি পালন ছাড়াও জরুরি সাধারণ সভা করে ভিসির পদত্যাগের একদফা ঘোষণা করেছেন।

এই মুহূর্তে কুয়েটের অন্তর্বর্তীকালীন ভিসির পদত্যাগই একমাত্র দাবি উল্লেখ করে তিনি বলেন, একটা বিশ্ববিদ্যালয় এভাবে চলতে পারে না। যিনি দায়িত্ব পালন করতে পারবেন তাকেই দায়িত্ব দেওয়া হোক। এ সময় তিনি অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে দ্রুততম সময়ের মধ্যে নতুন ভিসি নিয়োগের দাবি জানান।

আরো পড়ুন

কুয়েটে অচলাবস্থা আসতে পারে এক দফা

এর আগে টানা ৭৫ দিন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকার পর গত ৪ মে কুয়েট খুলে দেওয়া হয়। কিন্তু শিক্ষক লাঞ্ছিতের বিচার চেয়ে শিক্ষকরা ক্লাস বর্জন শুরু করেন। গত ৫ মে শিক্ষক সমিতির সাধারণ সভা শেষে সাত কর্মদিবসের আলটিমেটাম দিয়ে তাদের দাবিতে অটল থাকেন শিক্ষকরা। পক্ষান্তরে ১৮ ফেব্রুয়ারি সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রদলের সহায়তায় বহিরাগতদের হামলাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট ঘটনা এবং শিক্ষকদের সাথে সকল প্রকার অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জন্য তিন দফা খোলা চিঠি দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করা হয় শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে। এক পর্যায়ে শিক্ষার্থীরাও দ্রুত ক্লাস শুরুর দাবি জানান।

এরই মধ্যে কুয়েট প্রশাসনের পক্ষ থেকে ৩৭ জন শিক্ষার্থীকে কারণ দর্শানো নোটিশ দেওয়া হয়। এর প্রতিবাদে শিক্ষার্থীরাও আবার ফুঁসে ওঠেন। সর্বশেষ গত ১৯ মে ও ২০ মে শিক্ষকদের সাথে কুয়েটের ১৯ ব্যাচের শিক্ষার্থীরা এক হয়ে দ্রুত ক্লাস শুরুর দাবি জানান। কিন্তু গত সোমবার (১৯ মে) সকালেই খুলনা ত্যাগ করেন অন্তর্বর্তীকালীন ভিসি অধ্যাপক ড. হযরত আলী।

খুলনা ত্যাগের আগে তিনি কুয়েটের বিজ্ঞান ও মানবিক অনুষদের ডিন এবং গণিত বিভাগের অধ্যাপক ড. আবুল কালাম আজাদকে বিষয়টি জানিয়েছিলেন। কিন্তু তার ওপর কোনো দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। এ দিকে শিক্ষক সমিতির

সাধারণ সম্পাদকের দাবি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রকৌশলী মো. আনিছুর রহমান ভুঞার কাছে ভিসি লিখিত দিয়ে দায়িত্ব পালনের অপারগতার কথা জানিয়েছেন। তবে এ ব্যাপারে রেজিস্ট্রারের পক্ষ থেকে কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।